হজ ও উমরাহ সহায়িকা

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

হজ ও উমরাহ সহায়িকা

প্রথম প্রকাশ	:	এপ্রিল ২০২৩
দ্বিতীয় সংস্করণ	:	এপ্রিল ২০২৪
পৃষ্ঠপোষকতায়	:	জনাব মো: ফরিদুল হক খান এমপি, মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	:	জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকাশনায়	:	হজ অনুবিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
সম্পাদনায়	:	সম্পাদনা পরিষদ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
কম্পিউটার কম্পোজ	:	জনাব রাসেল মামুদ জনাব মো: আব্দুস সালাম
মুদ্রণে	:	বিজি প্রেস, ঢাকা
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য		

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

Hajj & Umrah Guide

A Handbook on Hajj and Umrah for Pilgrims

Published on	:	April 2023
Second Edition	:	April 2024
Patronised by	:	Mr. Md. Faridul Haque Khan MP, Honorable Minister, Ministry of Religious Affairs
Overall Supervision	:	Md A Hamid Zamadder, Secretary, Ministry of Religious Affairs
Published by	:	Hajj Wing, Ministry of Religious Affairs, Bangladesh Secretariat, Dhaka.
Edited by	:	Editorial Committee, Ministry of Religious Affairs.
computer Compose	:	Mr. Rashel Mamud & Mr. Md. Abdus Salam
Printed by	:	BG Press, Dhaka

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের। যিনি শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম সকল প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য জীবনে একবার হজ পালন করা ফরজ করেছেন। হজের জন্য প্রয়োজনীয় আমল ও দু'আ আল্লাহর দেয়া বিধান মতে হওয়া উচিত। প্রয়োজনীয় দু'আ-দরুদ আরবিতে শেখা এবং সুন্নতসহ শুদ্ধভাবে আমল করা জরুরি। তাই সাধারণ মুসলমানের প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিজ্ঞ আলেমগণের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত তবে প্রয়োজনীয় সকল মাসআলা-মাসায়েল ও দু'আ-দরুদ সন্নিবেশ করে 'হজ ও উমরাহ সহায়িকা'র' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এ সহায়িকাটি সংশ্লিষ্ট সকলের উপকারে আসবে।

মহান আল্লাহ তা'লা আমাদের সব প্রচেষ্টা কবুল করুন, আমীন।

আহ্বায়ক
জনাব মো: মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)
হজ ও উমরাহ সহায়িকা সম্পাদনা কমিটি।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়		
১.	উমরাহ পালন	১-৩
২.	ইহরাম প্রসঙ্গ	৪-৫
৩.	মীকাত পরিচিতি	৫-৭
৪.	তালবিয়াহ ও তালবিয়াহ পাঠের বিধান	৮-৯
৫.	ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ ও প্রতিকার	১০-১১
৬.	দম ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ	১২-১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়		
৭.	হজ পালন ও হজ ফরজ হওয়ার শর্ত	১৬
৮.	হজের ফজিলত ও হজের প্রকার	১৭-১৯
৯.	হজের নিয়ত	১৯-২০
১০.	হজের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ	২০-২৩
১১.	এক নজরে হজের ধারাবাহিক আমল	২৩-২৭
১২.	বদলি হজের বিধান	২৮-২৯
১৩.	হজের সফরে নামাজ পূর্ণ বা কসর করা	২৯
১৪.	তাওয়াফ, নিয়ত ও নিয়ম	৩০-৩৩
১৫.	সা'ঈ এর নিয়ত ও নিয়ম	৩৪-৩৬
১৬.	দু'আ কবুলের বিশেষ স্থানসমূহ	৩৭
১৭.	মক্কা শরীফের দর্শনীয় স্থানসমূহ	৩৭-৩৯
১৮.	মাদিনাহ আল মুনাওয়ারাহ	৪০
১৯.	মাসজিদুন নববী	৪০-৪১
২০.	রওজা মোবারকে সালাম পেশ	৪১-৪২
২১.	মদিনার দর্শনীয় স্থানসমূহ	৪৩-৪৪
২২.	কবর যিয়ারতের দু'আ	৪৫
২৩.	জানাযার নামায, নিয়ত ও নিয়ম	৪৬-৪৭
২৪.	হজ ও উমরাহ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর	৪৮-৫৯

প্রথম অধ্যায়

উমরাহ পালন

উমরাহ পরিচিতি:

উমরাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিদর্শন করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মীকাত হতে ইহরাম করে শরিয়াহ নির্দেশিত পন্থায় পবিত্র কা'বা শরীফ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করাকে উমরাহ বলে।

উমরাহ'র ফজিলত:

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "এক উমরাহ'র পর আরেক উমরাহ উভয়ের মধ্যবর্তী গুনাহের কাফফারা স্বরূপ" (বুখারী-১৭৭৩ ও মুসলিম-১৩৪৯)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, "তোমরা অধিক পরিমাণে হজ এবং উমরাহ করো। কেননা এ দুটো দরিদ্রতা ও গুনাহকে সেভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, কামারের হাপর যেভাবে লোহা থেকে ময়লাকে দূরীভূত করে দেয়" (নাসাঈ- ২৬৩০)।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

উমরাহ’র বিধান:

১। সামর্থবান মুসলমানের ওপর জীবনে একবার উমরাহ পালন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

২। ৮ জিলহজ থেকে ১২ জিলহজ পর্যন্ত হজের ৫ দিন উমরাহ করা মাকরূহ।

উমরাহ’র ফরজ দু’টি যথা-

১। ইহরাম করা

২। বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা।

উমরাহ’র ওয়াজিব দু’টি যথা-

১। সাফা-মারওয়ায় সা’ঈ করা

২। মাথার চুল মুন্ডন করা বা ছোট করা।

উমরাহ’র সুন্নতসমূহ:

পুরুষের তাওয়াফে ইজতেবা (ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা) এবং প্রথম তিন চক্করে রমল করা (বীরদর্পে হেলে দুলে চলা)।

- তাওয়াফ শুরু করার সময় হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ ও চুম্বন করা। অপারগ হলে উভয় হাত উত্তোলন করে তাকবীর বলে হাজরে আসওয়াদের উপর রাখার মত ইশারা করা।
- তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে কিংবা মাতাফে অথবা মসজিদে হারামের যেকোনো স্থানে তাওয়াফের দু’রাকায়াত (ওয়াজিব) সালাত আদায় করা।
- সালাত শেষে জমজমের পানি পান করা।
- সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী সবুজ চিহ্নিত স্থানটিতে পুরুষের মধ্যম গতিতে দৌড়ে চলা।

উমরাহ’র নিয়ত:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল উমরাতা ফাইয়াসসিরহা-লী ওয়াতাক্কাব্বালহা-মিন্নী।

অর্থ: “হে আল্লাহ আমি উমরাহ পালনের নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন’’।

ইহরাম প্রসঙ্গ

ইহরাম পরিচিত: ইহরাম শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ করা। শরীয়তের পরিভাষায় হজ বা উমরাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির মীকাত থেকে হজ বা উমরাহ’র নিয়তে তালবিয়াহ পাঠের মাধ্যমে হজ বা উমরাহ’র কার্যাবলীতে প্রবেশ করাকে ইহরাম বলে। ইহরাম সম্পাদনকারীকে মুহরিম বলে। ইহরাম অবস্থায় অনেক হালাল কাজও মুহরিমের জন্য হারাম হয়ে যায়।

ইহরাম করার ক্ষেত্রে করণীয়:

- হাত-পায়ের নখ কাটা, বগল ও নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা, গোঁফ ছোট করা।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

- ইহরামের জন্য গোসল বা মিসওয়াকসহ ওযু করা।
- পুরুষের ইহরাম করার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা।
- ইহরামের পোশাক অর্থাৎ পুরুষের সেলাইবিহীন দু'টি চাদর এবং মহিলাদের শরিয়াহসম্মত স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করা।
- সেলাইবিহীন কাপড় অর্থ শরীরের অঙ্গের আকৃতিতে তৈরি নয় এমন কাপড়।
- দু'রাকায়াত নফল নামাজ আদায় করে হজ বা উমরাহ'র নিয়ত করা।
- পুরুষের উচ্চস্বরে এবং মহিলাদের নিম্নস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করা।
- মীকাত অতিক্রমের পূর্বেই ইহরাম করা। যে সকল হজযাত্রী ঢাকা হতে সরাসরি মদিনার উদ্দেশ্যে গমন করবেন তাদের ইহরাম করে রওয়ানা হওয়ার প্রয়োজন নেই। মদিনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় মীকাত অতিক্রম করার পূর্বে ইহরাম করবেন।

মীকাত পরিচিতি:

হজ বা উমরাহ গমনকারীদের ইহরাম করার জন্য শরিয়াহ নির্দিষ্ট স্থানকে মীকাত বলা হয়। ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করলে দম ওয়াজিব হয়।

মীকাতসমূহ:

১। **ইয়ালামলাম:** ইয়েমেন এবং সে দিক দিয়ে আগতদের মীকাত।

২। **জুল-হুলাইফা:** মদীনাবাসী এবং সে দিক দিয়ে আগতদের মীকাত।

৩। **যাতু ইর্‌ক:** ইরাকবাসী এবং সে দিক দিয়ে আগতদের মীকাত।

৪। **কারনুল মানাজিল:** এটি তায়েফ এবং সে দিক দিয়ে আগতদের মীকাত।

৫। **আয-যুহফাহ:** সিরিয়াবাসী এবং সে দিক দিয়ে আগতদের মীকাত।

৬। **হিল্ল:** মীকাত এবং হারাম এর মধ্যবর্তী স্থানকে হিল্ল বলা হয়। উক্ত স্থানের অধিবাসীরা সেখান থেকে হজ বা উমরাহ'র ইহরাম করবেন।

৭। **হারাম:** মক্কাবাসীর হজ এবং তামাত্তু হজ আদায় কারীগণের হজের মীকাত হলো হারাম এলাকা।

বাংলাদেশ থেকে হজ ও উমরাহ গমনকারীদের মীকাত:

- **আকাশ পথের মীকাত:** বাংলাদেশ থেকে আকাশ পথে হজ এবং উমরায় গমনকারীদের বহনকারী বিমান সাধারণত 'কারনুল মানাজিল' বা 'যাতু ইর্‌ক' নামীয় মীকাত অতিক্রম করে থাকে বিধায় হাজীসাহেবগণ উক্ত স্থান অতিক্রমের পূর্বেই ইহরাম করবেন।
- **জলপথের মীকাত:** বাংলাদেশ থেকে সমুদ্র পথে হজে গমনকারী ব্যক্তির মীকাত হলো ইয়ালামলাম বরাবর সমুদ্রের স্থান।
- **স্থলপথের মীকাত:** বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে গমনকারী যে মীকাত অতিক্রম করে মক্কা শরীফ প্রবেশ করবেন সেটি হলো তার মীকাত।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

তালবিয়াহ

তালবিয়াহ:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ-

উচ্চারণ-"লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা, লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, লা-শারীকা লাক"।

অর্থ: আমি হাজির! হে আল্লাহ, আমি হাজির। আপনার আহবানে সাড়া দিয়ে আমি হাজির, আপনার কোনো অংশীদার নেই। আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি হাজির। সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামতসমূহ, এবং একচ্ছত্র রাজত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই।

তালবিয়াহ'র ফজিলত: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, জিব্রাইল (আঃ) এসে আমাকে বললেন-"হে মুহাম্মাদ! আপনার সাথীদের উচ্চস্বরে তালবিয়াহ পাঠের নির্দেশ দিন। কেননা তা হজের অন্যতম নিদর্শন" (মুসনাদে আহমাদ-২১৬৭৮)।
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, "কোনো মুসলিম তালবিয়াহ পাঠ করলে ডানে-বামে পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রত্যেকটি বস্তু তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকে" (তিরমিযি-৮২৮)।

তালবিয়াহ পাঠের বিধান:

- ইহরাম করার সময় নিয়তের সাথে তালবিয়াহ বা আল্লাহ তা'য়ালার মহত্ত্ব প্রকাশ করা হয় এমন যে কোন যিকির উচ্চারণ করে একবার পাঠ করা ফরজ। বোবা ব্যক্তি উচ্চারণের উদ্দেশ্যে মুখ নাড়বে।
- পুরুষদের উচ্চস্বরে এবং মহিলাদের নিম্নস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করা। মনে মনে পাঠ করলে আদায় হবে না।
- তালবিয়াহ যখনই পাঠ করবে একসঙ্গে তিনবার পাঠ করা উত্তম।
- প্রত্যেক স্থান পরিবর্তনে তালবিয়াহ পাঠ করা মুস্তাহাব।
- উমরাহ'র ইহরামকারীগণ তাওয়াফ শুরুর পূর্বে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করবেন।
- হজের ইহরামকারীগণ ১০ জিলহজ জামারাতে পৌঁছে কংকর নিক্ষেপের পূর্বে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করবেন।

নিষিদ্ধ কার্যাবলি প্রসঙ্গ

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ:

- আতর ও সুগন্ধি ব্যবহার করা।
- চুল ও নখ কাটা, শিকার করা।
- পুরুষের সেলাই করা পোষাক পরিধান করা।
- পুরুষের পায়ের মধ্যবর্তী উঁচু হাড় ঢাকা পড়ে এমন জুতা পরা।
- পুরুষদের মাথা ও মুখমন্ডল আচ্ছাদিত করা এবং মহিলাদের চেহারাতে কাপড় লেগে থাকা।
- মহিলাদের ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ পুরুষদের মত একই। তবে তাদের জন্য জুতা, মোজা ও হিজাব পরা জায়েজ। হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় ইহরাম করা জায়েজ, কিন্তু এ অবস্থায় ইহরামের নামাজ পড়া যাবে না।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

মহিলাগণ গায়রে মাহরামের সামনে চেহারা ঢেকে রাখবেন, তবে কাপড় যেন চেহারার সাথে লেগে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

ইহরাম অবস্থায় মাকরুহ কাজসমূহ:

শরীর হতে ময়লা দূর করা, চুল-দাড়ি আঁচড়ানো, চুল-দাড়ি হতে উকুন পড়ে যেতে পারে এমনভাবে চুলকানো, বালিশের উপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে শোয়া।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজের প্রতিকার:

বাদানাহ/বুদনা: ইহরাম অবস্থায় বড় ধরনের যে সকল ভুল-ত্রুটির প্রতিকার হিসেবে গরু বা উট জবাই করা আবশ্যক হয়, তাকে বাদানাহ/বুদনা বলে।

দম: ইহরাম অবস্থায় যে সকল ভুল-ত্রুটির কারণে বকরি বা দুম্বা বা ভেড়া জবাই করা ওয়াজিব হয়, তাকে দম বলে।

সাদাকাহ: ইহরাম অবস্থায় যে সকল ভুল-ত্রুটির প্রতিকার হিসেবে এক ফিতরা তথা সর্বনিম্ন ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম বা তার মূল্য দান করা আবশ্যক হয়, তাকে সাদাকাহ বলে।

সামান্য সাদাকাহ: ইহরাম অবস্থায় যে সকল ভুল-ত্রুটির প্রতিকার হিসেবে এক মুষ্ঠি গম বা একটি রুটি পরিমাণ সামগ্রী দান করা আবশ্যক হয়, তাকে সামান্য সাদাকাহ বলে।

বাদানাহ, দম ও সাদাকাহ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ:

- ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করলে পুনরায় মিকাতে ফিরে এসে ইহরাম করে নেয়া আবশ্যক, অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে।
- বিশেষজ্ঞ অনেক আলেমের মতে, ইহরাম অবস্থায় তিন বা ততোধিকবার সুগন্ধিযুক্ত সাবান বা শ্যাম্পু বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত বা মাথা ধৌত করলে দম ওয়াজিব হবে। এর কম ব্যবহার করলে সাদাকাহ ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় তিন বা ততোধিকবার সুগন্ধিযুক্ত তেল বা ক্রিম বা লোশন হাত, পা, মাথা বা অন্য যে কোনো পূর্ণঅঙ্গে ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে। এর কম ব্যবহার করলে সাদাকাহ ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় শরীরের যে কোনো বড় অঙ্গ যেমন, মাথা, হাত, পা, চেহারা ইত্যাদিতে সুগন্ধি ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে কম পরিমাণ হলে সাদাকাহ ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় একটি পূর্ণ দিবস অথবা একটি পূর্ণ রাত মাথা কিংবা চেহারার চার ভাগের এক ভাগ বা তার চেয়ে বেশি অংশ ঢেকে রাখলে দম ওয়াজিব হবে। এর কম সময়ের জন্য হলে সাদাকাহ ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় একই বৈঠকে এক হাত অথবা এক পায়ের সবগুলো নখ কাটলে দম ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় বিপরীত লিঙ্গের কাউকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করলে দম ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় উকূফে আরাফার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে হজ নষ্ট হয়ে যাবে এবং একটি দম ওয়াজিব হবে। এতদসত্ত্বেও তাঁকে হজের যাবতীয় কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং পরবর্তীতে উক্ত হজ পুনরায় আদায় করতে হবে।
- সূর্যাস্তের আগে আরাফার ময়দান থেকে বের হয়ে গেলে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে ফিরে না এলে দম ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় ওকূফে আরাফার পরে ও মাথার চুল মুন্ডানোর আগে সহবাস করলে হজ বাতিল হবে না, তবে একটি বাদানাহ তথা পুরো একটি গরু বা উট জবাই করা ওয়াজিব হবে।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

- জিলহজের ১০ তারিখের কংকর নিক্ষেপ ঐ তারিখের সুবহে সাদিক থেকে ১১ তারিখের সুবহে সাদিকের মধ্যে সম্পন্ন না করলে দম ওয়াজিব হবে।
- পাথর নিক্ষেপের আগে কুরবানি করলে দম ওয়াজিব হবে।
- হলকের পরে তাওয়াফে যিয়ারতের আগে স্ত্রী সহবাস করলে দম ওয়াজিব হবে।
- মহিলাদের হায়েজ-নিফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। তবে দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হায়েজ-নিফাস চলমান থাকলে ঐ অবস্থাতেই তিনি ফরজ তাওয়াফ আদায় করবেন। এ কারণে তার ওপর একটি বাদানাহ ওয়াজিব হবে।
- ফরজ তাওয়াফ বিনা অজুতে করে ফেললে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব, নচেৎ দম ওয়াজিব হবে।
- সাফা-মারওয়ার সা'ঈ আদায় না করলে দম ওয়াজিব হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- যে ক্ষেত্রে দম দেওয়া ওয়াজিব হয়, সে ক্ষেত্রে প্রাণিটি হারামের সীমানার মধ্যেই জবাই করে গোশত বিলিয়ে দিতে হবে। এ গোশত নিজে কিংবা স্বচ্ছল কেউ খেতে পারবে না।
- সাদাকাহ ওয়াজিব হলে তাও হারামের সীমানার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রায় আদায় করা আবশ্যক।
- দম ওয়াজিব হয়, এমন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উক্ত ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবাহ-ইস্তেগফার করা উচিত।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

হজ পালন

হজ পরিচিতি:

হজের আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজের জন্য নির্ধারিত দিনসমূহে তথা ৮ থেকে ১২ জিলহজ তারিখে বাইতুল্লাহ, মিনা, আরাফাহ, মুযদালিফাহ, জামারাহ ও সাফা-মারওয়ায় শরিয়াহ নির্দেশিত বিধানাবলি পালন করাকে হজ বলে।

হজ ফরজ হওয়ার শর্ত:

- মুসলমান হওয়া।
- স্বাধীন হওয়া।
- বালেগ তথা শরিয়াহ'র দৃষ্টিতে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।
- শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ এবং সক্ষম হওয়া।
- আর্থিকভাবে সামর্থবান হওয়া অর্থাৎ হজের আনুষ্ঠানি-কতার সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে যাতায়াত ব্যয়, সেখানে থাকাকালীন খরচাদি এবং হজ থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার পরিজনের আবাসন ও আবশ্যকীয় ভরণ পোষণের সঙ্গতি থাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

শরিয়াহ'র বিধান অনুসারে মহিলাদের হজের সফরে স্বামী কিংবা মাহরাম সফরসঙ্গী থাকা আবশ্যক।

হজের ফজিলত:

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ করলো এবং হজ পালনকালে কোনো ধরনের অশালীন কথা ও কাজ কিংবা কোনো গুনাহে লিপ্ত হলো না, সে যেন নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলো। (বুখারী-১৫২১ ও মুসলিম-৩১৮৩)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, "মাবরুর হজ বা মকবুল হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।" (বুখারী-১৭৭৩ ও মুসলিম-১৩৪৯/ ৩১৮০)।

হজের বিধান:

সামর্থবান মুসলমানের ওপর জীবনে একবার হজ পালন করা ফরজ। কোনো ব্যক্তির ওপর হজ ফরজ হওয়ার পর তিনি দরিদ্র হয়ে পড়লেও হজের ফরজ রহিত হয় না। হজ ফরজ হওয়ার পর শারীরিকভাবে অক্ষম হলে কিংবা যাতায়াত পথ নিরাপদ না হলে অথবা মহিলা মাহরাম সফরসঙ্গী না পেলে অপেক্ষা করবেন, প্রয়োজনে বদলি হজ করাবেন।

হজের প্রকারভেদ: হজ তিন প্রকার; যথা: ইফরাদ, তামাত্তু ও ক্বিরান

১. **ইফরাদ হজ:** হজের মাসে শুধু হজের নিয়তে ইহরাম করে হজ সম্পাদন করা। এ হজে তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ করা সুন্নত, পশু কুরবানি করা ঐচ্ছিক।

২. **তামাত্তু হজ:** হজের মাসে প্রথমে শুধু উমরাহ'র নিয়তে ইহরাম করে উমরাহ পালন করা। পরবর্তীতে হজের নিয়তে পুনরায় ইহরাম করে হজ পালন করা। তামাত্তু হজে পশু কুরবানি করা ওয়াজিব।

   উল্লেখ্য, তামাত্তু হজে উমরাহ করে হালাল হওয়ার পর হজের ইহরাম করার পূর্বে বারবার উমরাহ করা সুন্নতের খেলাফ।

৩. **ক্বিরান হজ:** হজের মাসে একই সঙ্গে হজ এবং উমরাহ পালনের নিয়তে ইহরাম করে উমরাহ ও হজ সম্পাদন করা (উমরাহ'র পরে হালাল না হওয়া)। ক্বিরান হজে পশু কুরবানি করা ওয়াজিব।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

তাওয়াফে কুদুম: ইফরাদ হজকারী মক্কায় এসে প্রথম যে তাওয়াফ করেন এবং ক্বিরান হজ আদায়কারী ওমরাহ'র তাওয়াফ ও সাঈ করার পর পুনরায় যে তাওয়াফ করেন তা তাওয়াফে কুদুম।

হজের নিয়ত:

ইফরাদ ও তামাত্তু হজের নিয়ত:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ফাইয়াসসিরহু-লী ওয়াতাক্বাব্বালহু-মিন্নী।

অর্থ "হে আল্লাহ, আমি হজ পালনের নিয়ত করছি। আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।"

ক্বিরান হজের নিয়ত:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ওয়াল উমরাতা ফাইয়াসসিরহুমা-লী ওয়াতাক্বাব্বালহুমা-মিন্নী।

অর্থ: "হে আল্লাহ আমি হজ পালনের নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য উভয় আমল সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।"

হজের ফরজ তিনটি, যথা:

(১) ইহরাম করা

(২) উকূফে আ'রাফা (আরাফার ময়দানে অবস্থান) সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিছু সময় অবস্থান করা ফরজ। পূর্ণ সময় অবস্থান করা ওয়াজিব। বিশেষ ওজরবশত উক্ত সময়ে অবস্থান করতে না পারলে ৯ জিলহজ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিক এর পূর্বে কিছুসময় অবস্থান করলেও ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

(৩) তাওয়াফে যিয়ারাহ (ফরজ তাওয়াফ) ।

হজের ওয়াজিব ৬টি, যথা:

১। ৯ জিলহজ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কিছুসময় মুযদালিফায় অবস্থান করা।

২। ১০ জিলহজ বড় জামারায় ৭টি এবং ১১ ও ১২ জিলহজ ৩টি জামারায় ৭টি করে ৪৯ টি কংকর নিক্ষেপ করা। ১২ জিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করা সম্ভব না হলে ১৩ জিলহজ ৩টি জামারায় ৭টি করে ২১টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

৩। ক্বিরান ও তামাত্তু হজে দমে শোকর বা কুরবানি করা।

৪। হলক অথবা কসর করা তথা পুরুষের মাথার চুল মুন্ডানো কিংবা ছোট করা (চুল মুন্ডানো উত্তম) এবং মহিলাদের চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের ১ কর পরিমাণ কাটা।

৫। সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করা।

৬। মিকাতের বাহিরের অঞ্চল হতে আগমনকারীগণের বিদায়ী তাওয়াফ করা।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

(ক) ওয়াজিবসমূহের কোনোটি ছুটে গেলে দম দেওয়া ওয়াজিব।

(খ) ১০ জিলহজের আমলের (বড় জামারায় পাথর নিক্ষেপ, কুরবানি ও হলক) ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও ওয়াজিব।

হজের সুন্নতসমূহ:

- ইহরাম করার পূর্বে গোসল করা
- পুরুষদের সাদা রঙের ইহরামের কাপড় পরিধান করা
- অধিক পরিমাণে তালবিয়াহ পাঠ করা।
- ইফরাদ ও ক্বিরান হজ আদায়কারীর তাওয়াফে কুদুম করা
- ৮ জিলহজ যোহর হতে ৯ জিলহজ ফজর পর্যন্ত ৫ ওয়াক্ত নামায মিনায় আদায় করা
- ৮, ১০ ও ১১ জিলহজ দিবাগত রাতে মিনায় রাত্রিযাপন
- ৯ জিলহজ সূর্যোদয়ের পরে মিনা থেকে আরাফায় গমন করা
- উকূফে আরাফার উদ্দেশ্যে গোসল করা
- মুযদালিফায় সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করা
- ছোট ও মধ্যম জামারায় কংকর নিক্ষেপের পর দু'আ করা
- যে তাওয়াফের পরে সা'ঈ আছে, সে তাওয়াফে পুরুষদের প্রথম তিন চক্করে রমল করা
- যে তাওয়াফের পরে সা'ঈ আছে সে তাওয়াফের পরে পুরুষগণ ইহরামের কাপড় পরিধান করে তাওয়াফ করলে ইজতেবা (ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা) করা।
- সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী সবুজ চিহ্নিত স্থানটি পুরুষদের দৌড়ে অতিক্রম করা ও মহিলাগণের স্বাভাবিক গতিতে চলা।

এক নজরে হজের ধারাবাহিক আমল

৭ জিলহজ:

যোহর নামাযের পর ইমামুল হজ কা'বা শরীফে প্রথম খুতবা দেন। এ খুতবায় হজের বিধি-বিধান এবং ৫ দিনের কর্মসূচি উল্লেখ করা হয়। সম্ভব হলে উক্ত খুতবা শ্রবণ করা উত্তম।

৮ জিলহজ (ইয়াওমুত তারবিয়াহ):

হজের ইহরাম অবস্থায় পুরুষগণ উচ্চস্বরে এবং মহিলাগণ নিম্নস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। ৮ তারিখ যোহর থেকে ৯ তারিখ ফজর পর্যন্ত মিনায় অবস্থান এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। সম্ভব হলে মিনায় মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করা উত্তম।

৯ জিলহজ (ইয়াওমু আরাফাহ):

- ফজরের নামাযের সালাম ফিরিয়ে তাকবীর-ই-তাশরীকের পর ৩ বার উচ্চস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করা (তাকবীর-ই-তাশরীক ৯ থেকে ১৩ জিলহজ আসরের নামায পর্যন্ত পড়া ওয়াজিব)।
- সূর্য উঠার পর দু'আ-তাকবীর-তাহলীল ও তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে আরাফার দিকে রওয়ানা করা। সম্ভব হলে আরাফার ময়দানে জাবালে রহমতের কাছাকাছি অবস্থান করা এবং যোহর ও আসরের নামায মসজিদে নামিরায় জামাআতের সাথে আদায় করা উত্তম।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

- আরাফার ময়দানে দু'আ-দরুদ, নামায, তিলাওয়াত, জিকির ইত্যাদি আমলের মাধ্যমে দিন অতিবাহিত করা। বেলা শেষে দু'হাত উঁচু করে দু'আ করা সুন্নত।
- **আরাফাহ দিবসের উত্তম দু'আ:**

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। যাবতীয় রাজত্ব ও প্রসংশার তিনিই অধিপতি এবং তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

- সূর্যাস্তের পরে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হওয়া।
- মুজদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশার নামাজ এক সাথে আদায় করা।
- রাতে মুযদালিফার মাঠ হতে মিনায় কংকর মারার উদ্দেশ্যে ৭০টি কংকর সংগ্রহ করা।

১০ জিলহজ (ইয়াওমুন নাহর):

- ১০ জিলহজ রাত অর্থাৎ ৯ তারিখ দিবাগত রাতে মুযদালিফায় অবস্থান। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কিছুসময় মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব।
- সুবহে সাদিক এর পরে মুযদালিফায় কিছু সময় অবস্থান করে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।
- মিনায় পৌঁছে সূর্য উদিত হওয়ার পরে জামারায়ে আকাবায় (বড় জামারায়) কংকর নিক্ষেপ। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত অংগুলিযোগে পর পর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করা। উল্লেখ্য, নিক্ষিপ্ত কংকর জামরার পিলার বা পিলারের বাউন্ডারির ভিতরে পৌঁছা জরুরি। নচেৎ তা পুনরায় নিক্ষেপ করতে হবে। কংকর নিক্ষেপের সময় নিচের দু'আটি পড়া উত্তম:

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ

অর্থ: আল্লাহর নামে কংকর নিক্ষেপ করছি। আল্লাহ মহান।

উল্লেখ্য যে, শরিয়াহসম্মত ওযর এবং অসুস্থতা ছাড়া প্রতিনিধির মাধ্যমে কংকর নিক্ষেপ করলে ওয়াজিব আদায় হয় না।

- ক্বিরান ও তামাত্তু হজ পালনকারীর জন্য কংকর নিক্ষেপের পর কুরবানি করা।
- কুরবানির পর পুরুষদের মাথার চুল মুন্ডানো বা ছোট করা ওয়াজিব। তবে চুল মুন্ডানো উত্তম। আর মহিলাদের মাথার চুলের অগ্রভাগ হতে কমপক্ষে আঙ্গুলের ১ কর পরিমাণ কাটা।
- হজের শেষ রুকন তাওয়াফে যিয়ারাহ বা ফরজ তাওয়াফ। ১০ তারিখে সম্ভব না হলে ১২ জিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বে অবশ্যই এ তাওয়াফ সম্পন্ন করা। অতঃপর ওয়াজিব সা'ঈ সম্পাদন করা।
- **১১ ও ১২ জিলহজ:** সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার পরে ৩ জামারায় ৭ টি করে ২১ টি কংকর নিক্ষেপ ওয়াজিব। প্রথম ও দ্বিতীয় জামারায় কংকর নিক্ষেপের পর দু'আ করা উত্তম।

উল্লেখ্য: মক্কা শরীফ থেকে বিদায়ের আগে তাওয়াফুল বিদা বা 'বিদায়ী তাওয়াফ' করা ওয়াজিব।

বি:দ্র: বিদায়ী তাওয়াফ করার পর মক্কায় অবস্থানের প্রয়োজন হলে বায়তুল্লায় সালাত আদায় এবং নফল তাওয়াফ করা যাবে।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

বদলি হজ

বদলি হজের পরিচয় ও বিধান:

- হজ ফরজ হয়েছে এরূপ ব্যক্তি শারীরিকভাবে হজ আদায়ে অক্ষম হলে বা হজে যাতায়াত পথ নিরাপদ না হলে এবং মহিলাগণ হজে সফরসঙ্গী হিসেবে স্বামী অথবা মাহরাম না পেলে অন্য কারো দ্বারা হজ করানো ফরজ। এরূপ অক্ষম ব্যক্তি কর্তৃক কাউকে হজের খরচ প্রদানপূর্বক হজ করানোকে বদলি হজ বলে।
- কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে বদলি হজ করানোর অসিয়ত করে গেলে মৃত ব্যক্তির দাফন ও ঋণ পরিশোধের পর মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের দ্বারা হজ করানো সম্ভব হলে উক্ত অসিয়ত পূর্ণ করা ওয়ারিশগণের ওপর ওয়াজিব।

বদলি হজের নিয়ম:

- যে ব্যক্তির বদলি হজ করা হচ্ছে ইহরাম করার সময় তার পক্ষে বদলি হজ আদায়ের নিয়ত করতে হবে।
- বদলি হজের ক্ষেত্রে ইফরাদ হজ করা উত্তম। কারণ এতে দমে শোকর (কুরবানি) নেই। তবে তামাত্তু ও ক্বিরান হজও করা যাবে।
- যিনি নিজে পূর্বে হজ করেননি, তাঁর দ্বারা বদলি হজ করানো প্রসিদ্ধ মতে মাকরুহ ও ঝুঁকিপূর্ণ।
- বদলি হজকারী হজের যাবতীয় আহকাম বা নিয়ম-কানুন অন্যান্য হাজীদের মতই সম্পাদন করবে।

হজ বা উমরাহ'র সফরে নামাজ পূর্ণ বা কসর করা:

- হজ-উমরাহকারী যাতায়াত পথে নামাজ কসর করবেন।
- গন্তব্যে পৌঁছে একই স্থানে ১৫ বা তার বেশি দিন অবস্থানের নিয়ত করলে পূর্ণ নামাজ আর ১৫ দিনের কম থাকার নিয়ত করলে নামাজ কসর করবেন। তবে স্থানীয় ইমামের সাথে জামায়াতে পড়লে ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব।
- মিনা ও আরাফায় নামাজ কসর করা অথবা পূর্ণ করা এবং আরাফার তাঁবুতে যোহর ও আসর একত্রে বা পৃথকভাবে আদায় করার বিষয়ে মাযহাব ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষণীয়। এসকল ক্ষেত্রে মতবিরোধে না গিয়ে উপস্থিত ইমাম বা আলেম-ওলামাদের অনুসরণ করাই উত্তম।

তাওয়াফ

তাওয়াফের পরিচয়: তাওয়াফ এর আভিধানিক অর্থ প্রদক্ষিণ করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরিয়াহ নির্দেশিত পন্থায় কা'বা ঘর ৭ বার প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলে।

তাওয়াফের নিয়ত:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ.

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্র ঘর তাওয়াফ করার নিয়ত করছি। অতএব আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।"

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

তাওয়াফের নিয়ম:

তাওয়াফের শুরুতে সম্ভব হলে কাউকে কষ্ট না দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ এবং চুম্বন করা সুন্নত (হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার জন্য কোনো মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া গুনাহের কাজ)। চুম্বন করা সম্ভব না হলে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে বায়তুল্লাহ’র দিকে ফিরে

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ .

“বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালিল্লাহিল হামদ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ” বলে দুই হাত উঠিয়ে হাজরে আসওয়াদের উপর হাত রাখার মত ইশারা করে হাতে চুমু খেয়ে তাওয়াফ শুরু করা।

কাবা ঘরকে নিজের বাম পাশে রেখে হাতিমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা। হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পুনরায় ঘুরে আসলে এক চক্কর পূর্ণ হয়। এভাবে সাতচক্করে একটি তাওয়াফ সম্পন্ন হয়। পুরুষদের তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা অর্থাৎ বীরের মতো হেলে-দুলে চলা সুন্নত। প্রত্যেক চক্করের শুরুতে بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ “বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার” বলা। **তাওয়াফের সময় বায়তুল্লাহ’র দিকে সিনা ঘুরানো এবং ইচ্ছা করে তাকানো মাকরূহ।** প্রতি চক্করে হাজরে আসওয়াদের মত রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করাও সুন্নত। তবে স্পর্শ করতে না পারলে এর প্রতি ইশারা করার কোন বিধান নেই।

তাওয়াফের জন্য শরিয়াহ কোনো দু’আ নির্দিষ্ট করেনি, তবে তাওয়াফে আরবিতে বা নিজের মাতৃভাষায় যে কোনো দু’আ, তাকবীর, তাহলীল, দরুদ-সালাম এবং জিকির করা যাবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম তিন চক্করে নিম্নের দু’আ করতেন:-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا-

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজআলহু হাজ্জাম মাবরূরান ওয়া জানবান মাগফূরান ওয়া সা’ঈয়াম মাশকূরান।

অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনি এ হজকে মকবুল হজ ও গুনাহ মাফের উপকরণে পরিণত করুন এবং এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন”।

রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এ দু’আ করতেন-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِىْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِىْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-----

অর্থ: “হে প্রভু! আপনি আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন” ।

তাওয়াফ শেষ করে দু’রাকায়াত 'ওয়াজিবুত তাওয়াফ' নামাজ মাকামে ইব্রাহীম এর পেছনে আদায় করা উত্তম। অপারগতা বশতঃ মাতাফ কিংবা মসজিদে হারামের যেকোনো স্থানে উক্ত নামাজ আদায় করা যাবে। নামাজের নিষিদ্ধ ও মাকরূহ সময়ে এই নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকা উচিত। উক্ত নামাজ সুরা কাফেরুন ও সুরা ইখলাস দিয়ে পড়া উত্তম।

তাওয়াফের নামাজ শেষে জমজমের পানি পান করা মুস্তাহাব। জমজমের পানি দাঁড়িয়ে এবং বসে উভয় ভাবেই পান করা যায়। জমজমের পানি পান করার শুরুতে **বিসমিল্লাহ** বলা সুন্নত এবং নিচের দু’আ পড়া উত্তম:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ-

অর্থ: “হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, প্রশস্ত রিজিক এবং সকল রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থতা কামনা করছি”। পানি পান শেষে **আলহামদুলিল্লাহ্** বলা সুন্নত।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

সা'ঈ প্রসঙ্গ

সা'ঈর নিয়ত: নিয়ত বলতে মনে মনে এ ইচ্ছা পোষণ করা যে, "হে আল্লাহ! আমি আপনার অন্যতম নিদর্শন সাফা-মারওয়া সা'ঈ করার ইচ্ছা পোষণ করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।"

সা'ঈর নিয়ম:

সাফা পাহাড়ে আরোহনের সময় নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করা উত্তম:

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّ عَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ . (سورة البقرة: 158)

সাফা পাহাড়ে আরোহন করে বাইতুল্লাহ দৃশ্যমান হয় এমন স্থানে দাঁড়িয়ে বলা।

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ .

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, প্রসংশা মাত্রই আল্লাহর জন্য এবং দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসুলের প্রতি।

অতঃপর নিচের দু'আ পাঠ করা-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ.

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। যাবতীয় রাজত্ব ও প্রসংশার তিনিই অধিপতি এবং তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে বিজয়ী করেছেন এবং শত্রু বাহিনীকে একাই পরাভূত করেছেন"।
অতঃপর দুই হাত উঠিয়ে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতির সাথে নিজের এবং বিশ্ব মুসলিমের জন্য দু'আ করা। বিশেষ করে হজ, উমরাহসহ যাবতীয় আমল কবুলের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করা।

সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী সবুজ স্থানটি পুরুষগণের মধ্যম গতিতে দৌড়ে অতিক্রম করা এবং সে সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করা উত্তম-

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَ كْرَمُ.

অর্থ: "হে প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন। আপনি পরাক্রমশালী এবং পরম দাতা"।

সাফা থেকে মারওয়ায় পৌঁছালে এক চক্কর এবং মারওয়া থেকে সাফায় পৌঁছালে আরেক চক্কর পূর্ণ হয়। সা'ঈতে এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করা ওয়াজিব।

হারাম শরীফে আমলের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য বিশেষ সতর্কতা: শরিয়াহসম্মত পর্দা রক্ষা করা, আতর-সুগন্ধি ব্যবহার না করা, মহিলাদের জন্য নির্ধারিত স্থানেই নামায আদায় করা এবং কোনভাবেই পুরুষদের কাতারে নামাজে না দাঁড়ানো।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

মক্কা-আল মুকাররামায় দু'আ কবুলের বিশেষ স্থান:

- মাতাফ- তাওয়াফের জায়গা
- মুলতাযাম- কা'বা ঘরের দরজা
- হাতীমে কা'বা
- বায়তুল্লাহ শরীফের ভিতরে
- জমজম কূপের নিকটে
- মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে
- কা'বা শরীফের ওপর যখন প্রথম দৃষ্টি পড়ে
- রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান
- আরাফাতের ময়দান
- মুযদালিফার ময়দান
- মসজিদে খায়েফ ও মিনার ময়দান
- কংকর মারার স্থানে (১ম ও ২য় জামারায়)

মক্কা শরীফের দর্শনীয় স্থানসমূহ:

মাসজিদুল খাইফ: মিনা থেকে দক্ষিণ পাশে মসজিদে খায়েফ অবস্থিত। বিদায় হজের সময় মহানবী (সাঃ) মিনার এ স্থানে অবস্থান করেছিলেন এবং ৭০ জন নবী এ মসজিদে নামাজ আদায় করেছেন মর্মে বর্ণনা রয়েছে।
মাসজিদুন নামিরাহ: আরাফাহ ময়দানের দক্ষিণ দিকে এই মসজিদটি অবস্থিত। বিদায় হজের সময় আরাফার দিনে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ স্থানে নামাজের ইমামতি করেছিলেন। পরবর্তীতে এখানে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়।

আরাফাহ ময়দান: ৯ জিলহজ বা ইয়াওমুল আরাফায় হাজীগণের এখানে উপস্থিত হওয়া ফরজ। এই ময়দানে হযরত আদম (আ:) ও বিবি হাওয়া (আ:) এর সাক্ষাত ঘটে। এখানে অবস্থিত মসজিদে নামিরাহ হতে হজের খুতবা দেওয়া হয়।

জাবালুর রহমাহ: আরাফাতের ময়দানে অবস্থিত এ পাহাড় হতে নবীজি হযরত মুহাম্মদ (সা:) বিদায় হজের খুতবা দিয়েছিলেন।

জাবালুন নূর ও হেরা গুহা: মক্কায় অবস্থিত জাবালে নূর নামক পাহাড়ের হেরা গুহায় হযরত মুহাম্মদ (সা:) এবাদতে মশগুল থাকতেন। এখানে অবস্থানের সময় তাঁর ওপর প্রথম ওহী নাজিল হয়।
মিনা: কাবাঘর হতে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে মিনার ময়দান অবস্থিত। এখানে রয়েছে মসজিদে খায়েফ ও ৩টি জামারাহ। হযরত ইব্রাহীম (আ:) তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ:)-কে কুরবানির জন্য এখানে নিয়ে এসেছিলেন।

মুযদালিফা: আরাফাতের ময়দানে উকূফ শেষে এই ময়দানে ১০ জিলহজ রাত্রিযাপন হাজীগণের জন্য ওয়াজিব। মহানবী (সা:) এখানে মাগরিব ও এশার নামাজ একই সাথে আদায় করেছেন।

জান্নাতুল মুয়াল্লাহ: জান্নাতুল মুয়াল্লাহ মক্কার প্রাচীনতম কবরস্থান। এখানে আম্মাজান হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা:) এর কবর রয়েছে।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

মদিনা আল মুনাওয়ারাহ

মাসজিদুন নববী: এটি মদীনা শরীফের প্রধান মসজিদ। নবী করীম (সা:) নিজে সাহাবীদের নিয়ে এ মসজিদ তৈরি করেছিলেন। মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা:) এর ঘরে রাসূল (সা:) শায়িত আছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:) রাসুলের পাশে পিছনে এবং হযরত ওমর (রা:) নবীজির পায়ের দিকে শায়িত আছেন। মসজিদে নববীকে মদীনার হারামও বলা হয়।

বিশেষ বরকতময় স্থান **রওজাতুম মির রিয়াজিল জান্নাহ** এ মসজিদের অভ্যন্তরে অবস্থিত। নবীজী (সা:) বলেছেন আমার বাড়ি ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য হতে একটি বাগানতুল্য (মুর্জামুল আওসাদ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১২)। মদীনা শরীফে অবস্থানকালে অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়ার চেষ্টা করা উচিত।

মসজিদে নববীতে প্রবেশের দু'আ:

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

অর্থ: "আল্লাহর নামে (এ মসজিদে প্রবেশ করছি) এবং অসংখ্য দরুদ ও অপরিমিত সালাম আল্লাহর রাসূলের প্রতি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ আমার গুনাসমূহ মা'ফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।"

রওজা মোবারকে সালাম পেশ: 'বাবুস সালাম' নামক গেট দিয়ে প্রবেশ করা উত্তম। রাসুলুল্লাহ (সা:)-এর অপরিসীম সম্মান, মর্যাদা ও ভালোবাসা অন্তরে ধারণ করে নিম্নোক্ত শব্দে সালাম পেশ করা:

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

উচ্চারণ: আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা আয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।)

অথবা নিচের যেকোনো বাক্যেও সালাম পেশ করা যাবে-

- আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ
- আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহ
- আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ
- আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া সায়্যিদাল মুরসালিন
- আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন।

তারপর একটু ডানে সরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা:)-এর উদ্দেশ্যে এভাবে সালাম পেশ করা:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ اَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّيْق.

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকা ইয়া খালিফাতা রাসুলিল্লাহি আবা বাকরিনিস সিদ্দীক।

আরো একটু ডানে সরে গিয়ে হযরত ওমর (রা:)-এর উদ্দেশ্যে এভাবে সালাম পেশ করা:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْق.

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীনা উমারাল ফারুক।

মদীনার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান:

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

মাসজিদু কুবা: হযরত মুহাম্মদ (সা:) মদীনায় আগমনের পথে কুবা নামক স্থানে এসে ১৪ দিন অবস্থান করেন এবং এখানে মসজিদটি নির্মাণ করেন। এটি নবীজির হাতে নির্মিত প্রথম মসজিদ। আল কোরআনের সূরা তাওবাহ এর ১০৮ নং আয়াতে এ মসজিদের আলোচনা রয়েছে। এ মসজিদে নামাজ আদায়ের ফজিলত প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, 'মসজিদে কুবায় দুই রাকয়াত নামাজ একটি উমরাহর সমান' (তিরমিজি ৩২৪)।

মাসজিদুল কিবলাতাইন: এ মসজিদে নামাজরত অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা আসে বিধায় এটি মাসজিদুল কিবলাতাইন অর্থাৎ দুই কিবলা বিশিষ্ট মসজিদ নামে পরিচিত।

মাসজিদুল জুমুয়াহ: হিজরতের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু সালেম গোত্রের মহল্লায় পৌঁছালে জুমুয়াহর নামাজের ওয়াক্ত হওয়ায় নবিজী (সা:) সেখানে প্রথম জুমুয়াহ'র নামাজ কায়েম করেন। পরবর্তীতে উক্ত মসজিদটি নির্মিত হয়।

মাসজিদুল গামামাহ: গামামাহ শব্দের অর্থ মেঘখন্ড। রাসুলুল্লাহ (সা:) এ স্থানে ঈদের সালাত পড়ানোর সময় একখণ্ড মেঘ এসে নবিজীকে ছায়া দিতো। পরবর্তীতে এ স্থানে মসজিদটি নির্মিত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা:) মাঝে মাঝে বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজও এ মসজিদে আদায় করেছেন।

মাসজিদুল মীকাত: মদিনা থেকে মক্কায় যাওয়ার পথে মসজিদে নববী থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরে মসজিদটি অবস্থিত। মদিনাবাসীদের মীকাত জুলহুলাইফায় উক্ত মসজিদটি অবস্থিত বিধায় এটিকে 'মসজিদে মীকাত' বলা হয়।

ওহুদ যুদ্ধের ময়দান: ইসলামের ইতিহাসে বহুল আলোচিত যুদ্ধের ময়দান। তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে নবিজী (সা:) এর প্রিয় চাচা হামজা (রা:) সহ ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন এবং এ যুদ্ধে নবিজীর দান্দান মোবারকও শহীদ হয়।

জান্নাতুল বাকী: মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব পাশে জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থান অবস্থিত। এখানে হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা:), হযরত ফাতিমা (রা:), আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা:) এবং সাহাবায়ে কেরামের কবরসহ বহুসংখ্যক সাহাবী, তাবেয়ীর কবরও সেখানে রয়েছে।

কবর যিয়ারতের দু'আ:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ.

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মুমিনীন। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ বিকুম লাহিকূন।

অর্থ: "হে কবরবাসী মুমিনগণ, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হব"।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

জানাযার নামাজ

ভূমিকা : জানাযার নামায ফরজে কিফায়াহ। মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে প্রায় প্রতিওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর জানাযার নামাজ হয়। জানাযার নামাজে অংশগ্রহণ একটি ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। রাসুলে কারীম (সা:) ইরশাদ করেন “কোন মাইয়েতের জানাযার নামাজ আদায় করলে ওহুদ পাহাড় পরিমাণ নেকি অর্জিত হয় (সহীহ মুসলিম: ৯৪৬)”। মক্কা-মদিনার মত পবিত্র স্থানে গুরুত্বপূর্ণ এ আমলটি যেন আমরা ছেড়ে না দেই।

জানাযার নামাজের ফরজ ৩টি:

(১) নিয়ত করা

(২) দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা

(৩) চার তাকবির বলা।

জানাযার নামাজের সুন্নত ৩টি:

(১) প্রথম তাকবিরের পরে সানা পড়া (নামাজের সানা)

(২) দ্বিতীয় তাকবিরের পরে দুরুদে ইবরাহীমী পড়া

(৩) তৃতীয় তাকবিরের পর নির্ধারিত দু’আ পড়া।

জানাযার নামাজের দু’আ:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ.

বাংলা: উচ্চারণ

আল্লাহুম্মাগফিরলি হায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছগীরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উংসানা। আল্লাহুম্মা মান আহইয়ায়তাহু মিন্না ফা আহইহি আলাল ইসলাম ওয়া মাং তাওয়াফফাইতাহু আলাল ঈমান (আল মুসতাদরকি লিল হাকিম, কিতাবুস সালাত, ১/৬৮৪, হাদীস নং ১৩৬৬)।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

হজ ও উমরাহ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

১। ইসলামে উমরাহ'র বিধান কী ?

উত্তর: যাঁর হজের সামর্থ নেই কিন্তু ওমরার সামর্থ আছে, তাঁর ওপর সারা জীবনে একবার উমরা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

২। স্বামী বা মাহরাম সফর সঙ্গী না থাকলে বা সঙ্গীর হজের ব্যয় নির্বাহের সামর্থ না থাকলে নারী কিভাবে ফরজ হজ আদায় করবেন ?

উত্তর: তিনি অপেক্ষা করবেন, উক্ত সমস্যার সমাধান না হলে বদলি হজ করাবেন।

৩। হজ ফরজ হওয়ার পর দরিদ্র হয়ে পড়লে কি হজের ফরজ রহিত হয়ে যায় ?

উত্তর: হজ ফরজ হওয়ার বছর হজ আদায় না করে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করে পরবর্তীতে দরিদ্র হয়ে পড়লেও তাঁর হজের ফরজ রহিত হয় না।

৪। মীকাত বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর: হজ বা ওমরার ইহরামের জন্য শরিয়া নির্ধারিত স্থানকে মীকাত বলে।

৫। ইহরাম করা বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর: মীকাত থেকে বা মীকাতের পূর্বে (পুরুষের ইহরামের পোষাক পরে) হজ বা উমরাহ নিয়ত করার সাথে তালবিয়া উচ্চারণ করা।

৬। ইহরাম করার পদ্ধতি কি ?

উত্তর: পবিত্র অবস্থায় ইহরামের শরিয়াহ নির্দেশিত পোষাক পরিধাণ করে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে হজ বা উমরাহ'র নিয়তের সাথে তালবিয়া পাঠ করা।

৭। ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করার বিধান কী?

উত্তর: ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রমকারীর জন্য মীকাতে ফিরে এসে ইহরাম করা আবশ্যক। আর যদি তিনি মীকাত অতিক্রম করার পরে ইহরাম করেন তাহলে তার ওপর দম ওয়াজিব হবে।

৮। কোনো তাওয়াফে সাত চক্করের চেয়ে বেশি হয়ে গেলে কী করণীয়?

উত্তর: প্রথম তাওয়াফের ৭ চক্কর ছাড়াও পুনরায় ৭ চক্কর পূর্ণ করতে হবে।

৯। তাওয়াফের চক্কর গণনাতে সন্দেহ হলে করণীয় কি ?

উত্তর: যে সংখ্যার প্রতি মন বেশি সায় দেয় সেটিকে মূল ধরে বাকি চক্করগুলো পূর্ণ করতে হবে। সংখ্যা স্থির করতে না পারলে কম সংখ্যাকে মূল ধরে বাকি চক্করগুলো সম্পন্ন করতে হবে।

১০। নফল তাওয়াফ শেষে দুই রাকাত নামাজের বিধান কী ?

উত্তর: ফরজ বা নফল যে কোন তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামাজ পড়া ওয়াজিব।

১১। কোন কোন তাওয়াফে ইজতিবা করতে হয় ?

উত্তর: যে তাওয়াফের পর সা'ঈ আছে এবং ইহরামের কাপড় পরা আছে, সে তাওয়াফে ইজতিবা করা সুন্নত।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

১২। কা'বার দিকে সিনা ঘুরিয়ে তাওয়াফ করলে তার বিধান কী?

উত্তর: অনুচিত জানা সত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে যতটুকু সময় কাবার দিকে সিনা ঘুরিয়ে তাওয়াফ করা হয়েছে ততটুকু স্থান পুনরায় তাওয়াফ করতে হবে।

১৩। কোন সময় উমরাহ করা মাকরুহ ?

উত্তর: ৮-১২ জিলহজ ৫ দিন উমরাহ করা মাকরূহ।

১৪। মাকরুহ সময়ে উমরাহ'র নিয়ত করলে তা পূর্ণ করা জরুরী কিনা ?

উত্তর: পরবর্তী সময়ে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

১৫। হারাম এবং মিকাতের মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাস কারীদের উমরাহ ও হজের মীকাত কি ?

উত্তর: হারাম এলাকার বাহির (হুদুদে হারাম) হতে মীকাত পর্যন্ত এলাকাকে হিল্ল বলে। উক্ত এলাকায় বসবাসকারীদের হজ ও ওমরাহ'র মীকাত নিজ অবস্থান স্থল।

১৬। হারাম এলাকায় বসবাসকারীগণ হজ ও উমরাহর জন্য ইহরাম কোথায় করবেন ?

উত্তর: হজের ইহরাম হারামের সীমানায় এবং উমরাহ'র ইহরাম হিল্ল এলাকা থেকে করবেন।

১৭। কাজের উদ্দেশ্যে হারাম এলাকায় গমনকারীদের জন্য ইহরাম আবশ্যক কিনা ?

উত্তর: কাজের উদ্দেশ্যে সফরকারীদের ইহরাম আবশ্যক নয়।

১৮। ইহরাম করার পূর্বে শরীরে লাগানো সুগন্ধির খুশবু ইহরামের পরেও অবশিষ্ট থাকলে অসুবিধা আছে কিনা?

উত্তর: অসুবিধা নেই। তবে ইহরামের পরে ইহরামের কাপড়ে যেন সুগন্ধি না লাগে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা।

১৯। হায়েজ-নেফাস অবস্থায় ইহরাম করা ও মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা যাবে কিনা ?

উত্তর: হায়েজ-নেফাস অবস্থায় ইহরাম করা যাবে। তবে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা যাবে না।

২০। হায়েজ-নেফাস অবস্থায় তাওয়াফের বিধান কী?

উত্তর: হায়েজ-নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ করবেন। হায়েজ-নেফাস অবস্থায় ফরজ তাওয়াফ করে থাকলে পুনরায় তাওয়াফ ওয়াজিব। পুনরায় তাওয়াফ করার সুযোগ না থাকলে মক্কা বা মিনায় একটি উট বা গরু জবাই করে বিলিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

২১। তাওয়াফে জিয়ারহ ১০, ১১, ১২ জিলহজ তারিখে আদায় করতে না পারলে করণীয় কি ?

উত্তর: মেয়েদের নারীসুলভ অসুস্থতার কারণে আদায় করতে না পারলে পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে আদায় করবে। বিমানের সিডিউলের কারণে অপবিত্র অবস্থায় ফরজ তাওয়াফ করতে বাধ্য হলে নারীরা তা করবে তবে, একটি গরু জবাই করে মক্কা-মিনার দরিদ্রের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে।

পুরুষদের তাওয়াফে জিয়ারাহ আদায়ও করতে হবে এবং দমও দিতে হবে।

২২। অসতর্কতা বশত: ইহরাম অবস্থায় মাঝে-মধ্যে মাথা ঢেকে ফেললে করণীয় কি ?

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

উত্তর: মাথা ঢেকে রাখার সময়ের পরিমাণ একত্র করলে যদি একদিন বা এক রাতের সমপরিমাণ হয় তাহলে দম দিতে হবে। ঘণ্টা পরিমাণ হলে ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম বা তার সমপরিমাণ মূল্য সাদাকা করতে হবে, এর থেকে কম হলে মুষ্টি পরিমাণ গম বা তার সমপরিমাণ মূল্য সাদাকা করতে হবে।

২৩। মীকাত অতিক্রমের সময় ইহরামের পোষাক সঙ্গে না থাকলে করণীয় কি ?

উত্তর: স্বাভাবিক পোষাকে নিয়ত ও তালবিয়া পাঠ করে ইহরাম করবেন। যতদ্রুত সম্ভব ইহরামের পোষাক পরিধান করতে হবে। ইহরামের পোষাকবিহীন অবস্থায় ১২ ঘন্টার বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে দম ওয়াজিব হবে।

২৪। ইহরামকারী স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করে মীকাত অতিক্রম করলে তার করণীয় কি ?

উত্তর: ইহরামকারী পূর্ণ একদিন বা একরাত সময় স্বাভাবিক কাপড় পরিধান করে থাকলে দম দিতে হবে। ঘণ্টা পরিমাণ হলে ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম বা তার সমপরিমাণ মূল্য সাদাকা করতে হবে, এর থেকে কম হলে মুষ্টি পরিমাণ গম বা তার সমপরিমাণ মূল্য সাদাকা করতে হবে।

২৫। ওজরবশত আঙ্গুল ঢেকে যায় এমন সেন্ডেল পরিধানের বিধান কি ?

উত্তর: আঙ্গুল ঢেকে গেলে অসুবিধা নেই, তবে পায়ের পাতার উঁচু হাড়ের অংশ এবং পায়ের গোড়ালি খোলা রাখতে হবে।

২৬। ইহরামের নিষিদ্ধ সেলাইযুক্ত কাপড় বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর: মানব দেহের কোন অঙ্গের আকৃতির আদলে তৈরি পোষাককে বুঝায়।

২৭। ইহরাম মুক্ত হওয়ার জন্য নিজের মাথা নিজে বা অন্য কারো মাথা মুন্ডন করার বিধান কি ?

উত্তর: ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিজের মাথা নিজে ও অন্যের মাথা মুন্ডন করা যাবে।

২৮। অযু ছাড়া তাওয়াফ ও সাঈ করা যাবে কিনা ?

উত্তর: অযুর সাথে তাওয়াফ করা ওয়াজিব। সাঈ'র জন্য অযু করা মুস্তাহাব।

২৯। সা'ঈ করার পর দুই রাকাত নামায পড়ার বিধান কি ?

উত্তর: সুন্নত।

৩০। মিনায় রাত্রিযাপনের বিধান কি ?

উত্তর: সুন্নত।

৩১। মুযদালিফায় কোন সময়ে ও কতক্ষণ অবস্থান করলে ওয়াজিব আদায় হবে ?

উত্তর: সুবহে সাদেকের পর থেকে সূর্য উদয়ের পূর্বে কিছুক্ষণ অবস্থান করলে ওয়াজিব আদায় হবে।

৩২। আরাফা ময়দানে কোন সময়ে ও কতক্ষণ অবস্থান করলে ফরয আদায় হবে ?

উত্তর: সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর হতে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কিছুক্ষণ অবস্থান করলেই ফরজ আদায় হবে। তবে সকাল থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা সুন্নতে রাসুল (সা:)।

৩৩। ওজরবশত ৯ জিলহজ সূর্যাস্তের পরে আরাফা ময়দানে পৌঁছালে ফরজ আদায় হবে কিনা ?

উত্তর: ফরজ আদায় হবে, তবে দম দিতে হবে।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)

৩৪। ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ জামারায় কংকর নিক্ষেপের বিধান কি ?

উত্তর: ১০ জিলহজ সূর্য উদিত হওয়ার পর এবং ১১ ও ১২ জিলহজ সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পরে কংকর নিক্ষেপের সময় শুরু হয়।

৩৫। মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একসাথে পড়ার পদ্ধতি কি?

উত্তর: এক আযান ও এক ইকামতে মাঝখানে কোন সুন্নত আদায় না করে মাগরিব ও এশার ফরজ পরপর আদায় করতে হবে। অত:পর সুন্নতে মু'আক্কাদা পড়া যাবে। বিতর নামাজ পড়ার বিধান আছে।

৩৬। অন্যের দ্বারা কংকর নিক্ষেপের বিধান কি ?

উত্তর: যে ব্যক্তি বাহনে চড়েও কংকর নিক্ষেপের স্থান পর্যন্ত যেতে অক্ষম সে ব্যক্তি অন্যের মাধ্যমে কংকর নিক্ষেপ করতে পারবে। এক্ষেত্রে নিক্ষেপকারী নিজের কংকর আগে এবং অক্ষম ব্যক্তির কংকর পরে নিক্ষেপ করবেন।

৩৭। দমে শোকর কোন হজে ওয়াজিব এবং তা কোথায় জবেহ করতে হয় ?

উত্তর: কিরান ও তামাত্তু হজে, দমে শোকর হারাম এলাকায় আদায় করতে হয়।

৩৮। দমে শোকর আদায়ের সামর্থ্য না থাকলে বিকল্প কি?

উত্তর: দমে শোকর আদায়ের সামর্থ্য না থাকলে ৯ জিলহজের আগে তিনটি রোজা ও ১৩ জিলহজের পরে আরো সাতটি রোজা রাখতে হবে। রোজা রাখতে না পারলে দমে শোকর আদায় করতে হবে।

৩৯। ঈদুল আযহার কুরবানী হাজীদের জন্য ওয়াজিব কিনা ?

উত্তর: হাজী যদি মক্কা শরীফে মুকীম হয়ে যায় এবং তার সাথে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সমপরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে তার ওপর ঈদুল আযহার কুরবানী ওয়াজিব হবে। এ কুরবানি নিজ দেশে আদায় করলে হবে।

৪০। তাওয়াফে জিয়ারাতে ইজতিবা কখন করতে হবে ?

উত্তর: তাওয়াফে জিয়ারাহ ইহরাম অবস্থায় আদায় করলে ইজতিবা করতে হবে।

৪১। হিল্ল ও হারাম এলাকায় বসবাসকারীদের বিদায়ী তাওয়াফের বিধান কি ?

উত্তর: হিল্ল ও হারাম এলাকায় বসবাসকারীদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ নেই।

৪২। ভিড় এড়ানোর জন্য ১০ জিলহজ সূর্যোদয়ের আগে মহিলাদের কংকর নিক্ষেপ জায়েজ কিনা ?

উত্তর: জায়েজ।

৪৩। উমরাহ ও হজে তালবিয়া পাঠ কখন বন্ধ করতে হবে ?

উত্তর: উমরাহ'র ক্ষেত্রে তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে, হজের ক্ষেত্রে বড় জামারায় কংকর নিক্ষেপের পূর্বে।

৪৪। পুরুষ হাজী মাথার একাংশের চুল কাটলে ইহরাম মুক্ত হবেন কিনা ?

উত্তর: মাথার সম্পূর্ণ চুলের কমপক্ষে চার ভাগের একভাগ ছোট করা বা মুন্ডানো ওয়াজিব। এর চেয়ে কম কাটলে ইহরাম মুক্ত হবে না। ফলে ইহরাম অবস্থায় থাকলে যে সকল কাজ নিষিদ্ধ ছিল সে সকল কাজ এ অবস্থায়ও নিষিদ্ধ হবে। পুরো মাথার চুল মুন্ডানো বা ছোট করা সুন্নত।

৪৫। নামাজীর সম্মুখ দিয়ে চলাচল করা যাবে কিনা ?

উত্তর: নামাজরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে চলাচল করা মাকরুহ।

৪৬। দমে শোকর ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় করা জায়েয কিনা?

উত্তর: হ্যাঁ, জায়েয।

বিজি প্রেস:-৬৫১৪ কম(বি-৬) ২০২৩-২৪—৯০,০০০ বই, ২০২৪।
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

মোঃ মতিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (হজ)
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার